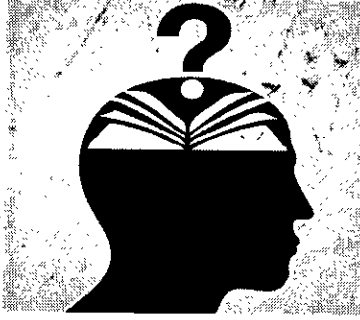


“এতো লেখাপড়া আর শিক্ষা” যাচ্ছে কোথায়? সুদিশ কুমার নাগ

কয়েকমাস আগের একটা ঘটনার কথা অনেকেই ভুলে গেছেন। ঘটনাটি সিলেটের। কোনো এক পেপারে দেখেছিলাম যে, “যৌতুকের জন্য স্ত্রীর জিহ্বা ও পায়ের রং কর্তন!” কিন্তু এরকম যৌতুক কি শুধু অশিক্ষিতরাই চাচ্ছে? নাকি শিক্ষিতরাও যৌতুক চায় ও নিখাতন করে। যারা লেখাপড়া করেনি, তারা সরাসরি যৌতুক নেয় আর যারা শিক্ষিত তারা কৌশলে এবং গিফট হিসেবে নানাভাবে ব্ল্যাকমেইল করে যৌতুক নেয়। অনেকে বলেন যে, যৌতুকের জন্য নাকি তেমন কোনো কড়া আইন নেই। কিন্তু এর জন্য কড়া আইন থাকলেও তার তেমন প্রয়োগ দেখা যায় না।

স্কুল লেভেলে প্রায় সব শিক্ষার্থীই যৌতুক-বিরোধী রচনা পড়ে। আবার এর কুফল নিয়েও সমাজ বইতে পড়ে। কিন্তু তারা স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে বিয়ের পর ঠিকই যৌতুক চায়। দৈনিক সংবাদপত্রগুলো খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, প্রায়ই যৌতুকের যেসব খবর পেপারে ছাপা হচ্ছে, তার মধ্যে অধিকাংশ স্বামীই শিক্ষিত। তাহলে এতো যৌতুক-বিরোধী লেখাপড়ার শিক্ষা কোথায় গেলো?

দৈনিক পত্রিকাগুলোতে যৌতুক নিয়ে অত্যাচারের খবর প্রায়ই পাওয়া যায় কিন্তু শান্তি পাওয়ার খবর বছরে একটাও চোখে পড়ে না! প্রায়ই খবরে দেখা যায় যে, অমুককে যৌতুকের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু এরপর আর কোনো শান্তির খবর পাওয়া যায় না। তারপর কয়েকদিন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে যৌতুক-বিরোধী ফিচার বের হয়। বিভিন্ন সংস্থা যৌতুক-বিরোধী গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করে এবং আয়োজনে খাওয়া-দাওয়া করে বাসায় চলে যায়। এরপর আর এই গোলটেবিল মিটিং এবং খাওয়া-দাওয়া কোনো কাজে আসে না।



এ তো গেলো শুধু যৌতুকের ক্ষেত্রে আমাদের বইয়ের ব্যাগ ভারি করা শিক্ষার সফল (বাস্তবে বিফল!) উদাহরণ। কেউ যদি নিয়মিত টাউন সার্ভিসে যাওয়া-আসা করে থাকেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, কোর্ট-প্যান্ট-টাই পরা এবং অফিসের ফাইল হাতে অনেক ভদ্রলোক(!) হেলপারকে ভাড়া দেওয়ার সময় তুই করে বলে এবং ভাড়া নিয়ে কথা কাটাকাটির সময় হেলপারকে ‘শুয়োরের বাচ্চা’ বলে গালিগালাজ দেয়। যদিও এই গালিগালাজ এখন রাস্তাঘাটে গাড়ির হেলপার থেকে শুরু করে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা হরহামেশা ব্যবহার করে। তার মানে কি এসব লেখাপড়া জানা চাকরি-বাকরি করা মানুষ কি লেখাপড়া শেষ করে শেষ পর্যন্ত এই গালি-গালাজ শিখলো? এমনকি ক্রিকেট খেলায় কোনো খেলোয়াড় খারাপ খেললে তাকে অনেক দর্শক যেভাবে বকা আর গালিগালাজ দেয় মনে হয় যেন, খেলোয়াড়দেরকে গালি-গালাজ করা দর্শকদের নৈতিক অধিকার। তাহলে সবমিলিয়ে আপনারাই বলুন যে, এতো লেখাপড়া আর শিক্ষা যাচ্ছে কোথায়?

● লেখক : শিক্ষার্থী, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ (১ম সেমিস্টার),
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়